মঙ্গলবার, ৫ ভাদ্র, ১৪২৪
বর্ষ : ১২, সংখ্যা : ২৪৪

টিনেজারদের স্মার্ট ফোন
ব্যবহারে জারি হোক নিষেধাজ্ঞা

টিনেজারদের হাতে হচ্ছে এখন স্মার্ট ফোনের যথেচ্ছ ব্যবহার। এর ব্যবহারিক কুফলগুলি মারাত্মক প্রভাব ফেলছে শুধুমাত্র তাদের জীবনযাত্রাতেই নয়, তার সাথে সংশ্লিষ্ট সমাজেও। বর্তমানে এই স্মার্ট ফোনের দৌলতে সবচেয়ে আলোচিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে 'ব্লু হোয়েল' নামক খেলাটি। এই খেলাটির আবিষ্কর্তা একজন রাশিয়ান। এই খেলাটি পঞ্চাশটি চ্যালেঞ্জের মধ্যে দিয়ে শেষ হয়। এর মধ্যে যেমন রয়েছে ভোরে উঠে ভূতের সিনেমা দেখা, নিজের শরীরের ক্ষতি করা, তেমনই শেষ ধাপে রয়েছে আত্মহত্যার মতো চ্যালেঞ্জ। পাশ্চাত্যে এই খেলাটি নিয়ে গত বছরখানেক ধরে আলোড়ন চললেও ভারতে এই খেলাটি প্রবেশ করেছে এবছরেই। ইতিমধ্যেই সারা পৃথিবী জুড়ে শতাধিক যুবক-যুবতী এই খেলার দৌলতে আত্মহত্যা করেছে। ভারতেও একাধিক আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে। এই মারণ খেলার আকর্ষণ এতটাই বেশি যে, টিনেজাররা এতে আসক্ত হয়ে পড়ছে। মাধ্যম অবশ্যই স্মার্ট ফোন। টিনেজারদের হাতে অনায়াসে স্মার্ট ফোন চলে আসায় আরও ক্ষতিকর দিকগুলির সঙ্গে এই মারণখেলার মর্মান্তিক পরিণতি যুক্ত হচ্ছে। ইতিমধ্যেই ভারত সরকার গুগল, ফেসবুক, হোয়াটস্ অ্যাপ, ইয়াহু-র মতো ইন্টারনেট প্ল্যাটফর্মগুলিকে নির্দেশ দিয়েছে 'ব্লু হোয়েল' গেমের কোনও লিঙ্ক যেন তাঁরা না রাখেন। তবে সর্বপ্রথম অভিভাবকদের এ বিষয়ে সচেতনতা অবলম্বন করা উচিত। তাঁরা যেন তাঁদের সন্তানদের হাতে প্রায় অপ্রয়োজনীয় এই বিলাস যন্ত্রটি তুলে না দেন। তাহলেই এই ধরণের মারণ খেলা থেকে বাঁচানো যাবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে। এই ব্যাপারেও কেন্দ্র অথবা রাজ্য সরকারের উচিত একটি বিশেষ আইন প্রণয়ন করা। যেখানে নির্দেশিকা থাকবে একটি নির্দিষ্ট বয়সের আগে যুবক-যুবতীরা স্মার্ট ফোন ব্যবহার করতে পারবে না এবং এই নির্দেশিকা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রণয়ন করতে হবে সরকারকে। শুধু আইন করেই নয়, পুলিশ প্রশাসন থেকে অভিভাবকদেরও সচেতন থাকতে হবে যে, অপরিণত হাতে স্মার্ট ফোনের মত আধুনিকতম যন্ত্রটি যেন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের হাতে না যায়।

অমৃতবার্তা

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

একবিংশ খণ্ড
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে লাটু, মাষ্টার, মণিলাল, মুখুয্যে প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে
প্রথম পরিচ্ছেদ:
ব্রাহ্ম মণিলালকে উপদেশ—বিদ্বেষভাব ত্যাগ কর

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। আজ বৃহস্পতিবার, ২রা অক্টোবর, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ। (১৭ই আশ্বিন ১২৯১)। আশ্বিন শুক্লা দ্বাদশী-ত্রয়োদশী। শ্রীশ্রীবিজয়া দশমীর দুইদিন পরে। গতকল্য ঠাকুর কলিকাতায় অধরের বাড়ীতে শুভাগমন করিয়াছিলেন। সেখানে নারাণ, বাবুরাম, মাষ্টার, কেদার, বিজয় প্রভৃতি অনেকে ছিলেন। ঠাকুর সেখানে ভক্তসঙ্গে কীর্ত্তনানন্দে নৃত্য করিয়াছিলেন (২য় ভাগ)। ঠাকুরের কাছে আজকাল লাটু, রামলাল, হরিশ থাকেন। বাবুরামও মাঝে মাঝে আসিয়া থাকেন।

শ্রীযুক্ত রামলাল শ্রীশ্রীভবতারিণীর সেবা করেন। হাজরা মহাশয়ও আছেন। আজ শ্রীযুক্ত মণিলাল মল্লিক, প্রিয় মুখুয্যে, তাঁহার আত্মীয় হরি, শিবপুরের একটি ব্রাহ্ম(দাড়ি আছে), বড়বাজার ১২নং মল্লিক ষ্ট্রীটের মারোয়াড়ী ভক্তেরা—উপস্থিত আছেন। ক্রমে দক্ষিণেশ্বরের কয়েকটি ছোকরা, সিঁতির মহেন্দ্র কবিরাজ প্রভৃতি ভক্তেরা আসিলেন। মণিলাল পুরাতন ব্রাহ্ম ভক্ত। শ্রীরামকৃষ্ণ(মণিলাল প্রভৃতির প্রতি)—

নমস্কার মানসেই ভাল। পায়ে হাত দিয়ে নমস্কারে কি দরকার। আর মানসে নমস্কার করলে কেউ কুণ্ঠিত হবে না। " আমারই ধর্ম ঠিক, আর সকলের মিথ্যা, এ ভাব ভাল নয়।" " আমি দেখি তিনিই সব হ'য়ে রয়েছেন—মানুষ, প্রতিমা, শালগ্রাম সকলের ভিতরেই এক দেখি।

এক ছাড়া দুই আমি দেখি না।"

দিনপঞ্জিকা

৫ ভাদ্র, ভাঃ ৩১ শ্রাবণ **২২ আগস্ট**, ৫ ভাদ্র, সংবৎ ১ ভাদ্রপদ সুদি, ২৯ জেষ্ঠ্য, সূর্য্যোদয় ঘ ৫।১৮, সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৩। **মঙ্গলবার**, প্রতিপদ রাত্রি ঘ ১০।৫১ মিঃ। মঘানক্ষত্র অপরাহ্ন ঘ ৪।১৪মিঃ। পরিঘযোগ দিবা ঘ ৮।২০ মিঃ। কিম্ভুঘ্নকরণ, দিবা ঘ ১১।৩১ গতে ববকরণ, রাত্রি ঘ ১০।৫১ গতে বালবকরণ। **জন্মে**—সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, অপরাহ্ন ঘ ৪।১৪ গতে নরগণ বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। **মৃতে**—একপাদদোষ, রাত্রি ঘ ১০।৫১ গতে দ্বিপাদদোষ। **বারবেলাদি** ঘ ৬।৫৪ গতে ৮।২৯ মধ্যে ও ১।১৬ গতে ২।৫২ মধ্যে। **কালরাত্রি** ঘ ৭।২৭ গতে ৮।৫২ মধ্যে। **যাত্রা**—নাই, রাত্রি ঘ ১০।৫১ গতে যাত্রা মধ্যম উত্তরে নিষেধ। **শুভকর্ম্ম**—গর্ভাধান, দিবা ঘ ১০।২৫ গতে সীমান্তোন্নয়ন। **বিবিধ**—প্রতিপদের একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। **অমৃতযোগ**—দিবা ঘ ৭।৫২ গতে ১০।২১ মধ্যে ও ১২।৫০ গতে ২।২৯ মধ্যে ও ৩।১৯ গতে ৪।৫৮ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৬।৩৪ মধ্যে ও ৮।৫৩ গতে ১১।১২ মধ্যে ও ১।৩১ গতে ৩।৪ মধ্যে।

মুসলিম পঞ্জিকা

৫ ভাদ্র, ভাঃ ৩১ শ্রাবণ, ২২ আগস্ট, ৫ ভাদ্, ২৯ জেষ্ঠ্য উঃ ৫।১৮, অঃ ৬।৩ মঙ্গলবার, প্রতিপদ রাঃ ঘঃ ১০।৫১

মাদককে 'না' বলুন।
যে নেশা করতে বলে, সে বন্ধু নয়
লিপি
মাদক বিরোধী আন্দোলন

শিক্ষার ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্যের ভূমিকা

ড. বাণীপ্রসাদ সেন
(এক্সিকিউটিভ মেম্বার, নিউ পাবলিক এ্যাডমিনিস্ট্রেশন সৌসাইটি এফ ইন্ডিয়া)

পর্ব ১

দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং সেই ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত বা অধীনস্থ প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে সুচারুভাবে এবং সুচিন্তিতভাবে পরিচালনা করতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন উপযুক্ত বিধি-বিধান, নিয়ম-কানুন, নির্দেশিকা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া ও সর্বোপরি সব ক্ষমতা, অধিকার ও দায় দায়িত্ব পালনের প্রধান ভিত্তিরূপে সংবিধান। ভারতীয় রাষ্ট্রের সংবিধানের চেহারা, চরিত্র এবং সূচনার পর্ব হতে আরম্ভ করে আজ অবধি সংবিধান কীভাবে বিবর্তিত হয়েছে সেই সম্পর্কে সচেতন নাগরিক যেমন প্রশাসক ও রাজনীতিকদের তেমনই সম্যক জ্ঞান থাকা খুব প্রয়োজন। এর সাথে আরও একটি বিষয়ের প্রতি নজর দেওয়া প্রয়োজন, সেটি হল রাজনৈতিক সদিচ্ছা (Political Will)। যে কোনও কাজে আসল চালিকাশক্তি হল সদিচ্ছা। কিন্তু সাম্প্রতিককালে ঠিক এই অতিপ্রয়োজনীয় বস্তু বা উপাদানটি কার্যত রাজনীতিক ও প্রশাসকদের মন এবং মস্তিষ্ক থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে মনে হয়। আরও বেদনার বিষয় হল রাজ্যের শিক্ষার অবস্থা এমনিতেই উদ্বেগজনক, তার উপর মাঝে মাঝে কারণে-অকারণে ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে সংঘাত ঘটছে। ইতিমধ্যে মাত্র কদিন আগে রাজ্যের বিদ্যালয়গুলিতে স্বাধীনতা দিবসের উদ্‌যাপনকে কেন্দ্র করে ভারতীয় রাষ্ট্রের শিক্ষা-সংক্রান্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থাটি বেশ বিপন্ন হয়ে উঠেছিল। স্বাধীনতাদিবসের পালন করার পন্থা-পদ্ধতি নিয়ে তর্ক বিতর্ক হতে পারে তা বোধ হয় সাধারণ নাগরিকদের এতদিন জানা ছিল না। সেই সংঘাতের রেশ কাটতে না কাটতে উপস্থিত হয়েছে আরও একটি নতুন সংঘাতের বিষয়। এবারের বিতর্কের বিষয় হল আগামী ৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষকদিবস পালন সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশিকাকে নিয়ে।

একবার আমরা শিক্ষকদিবস পালন সংক্রান্ত নির্দেশিকায় কী আছে দেখে নিই। কেন্দ্রের মানব সম্পদ উন্নয়ন দপ্তর গত ১৬ আগস্ট একটি নির্দেশিকা জারি করে এবং তাতে বলা হয়েছে, দেশের প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সমগ্র দেশে যে স্বচ্ছ ভারত অভিযান প্রকল্প চলছে সেই বিষয়ে স্কুলের প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীকে অবগত হতে হবে। এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য আগামী ৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষকদিবসে রাজ্যের প্রতিটি বিদ্যালয়ে এই প্রকল্পকে ভিত্তি করে প্রবন্ধ রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে হবে। অঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির বিদ্যার্থীরা। ছবির বিষয়বস্তু হবে ''আমার স্বপ্নের স্বচ্ছ ভারত।'' প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের দুটি অংশে বিভক্ত করা হয়েছে। একটি অংশে থাকবে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি এবং অন্যটিতে থাকছে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির বিদ্যার্থীগণ। প্রবন্ধের বিষয় হল, ''স্বচ্ছ ভারত প্রকল্পে আমার কী করণীয়।'' এখন প্রশ্ন হল, এই আপাতনিরীহ নির্দেশিকায় আর কী এমন আছে, যাতে রাজ্য সরকারের মনে তীব্র ক্ষোভ ও বেদনার সঞ্চার হল। এই নির্দেশিকার পেরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকারের বক্তব্যটিও স্পষ্ট এবং সহজবোধ্য। রাজ্যের বক্তব্য হল, এতদিন যেভাবে বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে শিক্ষকদিবসের অনুষ্ঠান হয়ে আসছে এবারের সেই ধারাকেই অনুসরণ করা হবে। কিন্তু বাস্তবে বিষয়টি বেশ জটিল। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, অনতিবিলম্বে উভয় পক্ষকে এইসব নিয়ে আলোচনায় বসতে হবে। আজকাল অধিকাংশ এই ধরণের সংঘাত বা বিতর্কের মূল কারণ হল একদিকে সহিষ্ণুতার অভাব এবং অন্যদিকে সংবিধানের ধারা, উপধারা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সাংবিধানিক ব্যবস্থাগুলি সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব। রাজনৈতিক দায়িত্ব ও প্রশাসনিক দায়িত্বে যারা নিযুক্ত আছেন তাদের প্রাথমিক কর্তব্য হল তাৎক্ষণিক কোনও মন্তব্য করা অথবা মতামত প্রদানের পূর্বে সবকিছু জেনে নেওয়া এবং বুঝে নেওয়া। আর রাজনীতির তো মূল উদ্দেশ্য যে সমাজের কল্যাণ, সেটা তো সকলেরই জানা উচিত। রাজনীতি শব্দের মধ্যেই তো নীতি কথাটি আছে। এবারে আমরা সংবিধানের সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি আলোচনা করতে পারি। সমস্ত সমস্যা ও সংকটের মধ্যে কিছু ভাল দিক থাকে। এক্ষেত্রেও সংবিধান। আইন-কানুন ইত্যাদির কিছুটা চর্চা দরকার। ইংরেজীতে একটি সুন্দর কথা আছে,–"Every cloud has a silver lining" অর্থাৎ প্রতিটি মেঘাচ্ছন্ন আকাশে আশার রূপালী কিরণ আছে। ঝড়-ঝামেলার মধ্যে এই যে সবাই মন্ত্রী, আমলা, শিক্ষাবিদ্, শিক্ষক সংবিধানকে স্মরণ করছি বা করতে বাধ্য হচ্ছি এটা একটা নিশ্চিত ভাল বিষয়। শিক্ষা প্রসঙ্গে সংবিধানের ব্যবস্থার আলোচনার প্রথমেই আমাদের লক্ষ্য করতে হবে যে, প্রস্তাবনা অর্থাৎ যেটিকে বলা যায় প্রারম্ভিক অংশ(preamble), সেখানে বলা হয়েছে ভারতীয় রাষ্ট্রের প্রধান চারটি ভাবধারা তথা আদর্শ হল ন্যায়(justice), স্বাধীনতা (Liberty), সাম্য (Equality)এবং ভ্রাতৃত্ব (Fraternity)। বস্তুতপক্ষে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ভাবগত ভিত্তি হিসাবে এই বহুচর্চিত আদর্শগুলিকেই স্বাধীনতা সংগ্রামীরা তাদের কাজেকর্মে উদ্‌যাপন করেছেন। এইসব আদর্শকে বাস্তব জীবনে কার্যকর করতে হলে যা যা করণীয় সেগুলি এবার উল্লেখ্য করতে হবে। এক কথায় এইগুলি হল সামাজিক অসাম্য, অর্থনৈতিক বৈষম্য, রাজনৈতিক সুবিধা-ভিত্তিক প্রাধান্য এইসবগুলির অবসান। একমাত্র তখনই রাষ্ট্রের মূল আদর্শগুলি বাস্তবায়িত হবে। সংবিধানে বর্ণিত আদর্শগুলিই মানুষের আশা-আকাঙ্খাকে প্রতিফলিত করে। বলাবাহুল্য, রাষ্ট্রগঠনের মূল শর্ত হল, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের সুগঠিত বিকাশ। সংবিধান যখন প্রণীত হয় তখনই জাতীয় অর্থাৎ কেন্দ্রীয় আইনসভা ও রাজ্যের আইনসভা উভয়ের মধ্যে আইনপ্রণয়নগত ক্ষমতা ও অধিকারের সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট বন্টনের ব্যবস্থা করা হয়। অনুরূপভাবে কেন্দ্রের সরকার ও রাজ্যের সরকার উভয়ের মধ্যে প্রশাসনিক ক্ষমতা ও অধিকারের সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত বন্টন করা হয়েছিল। মনে রাখা দরকার যে, আইনপ্রণয়নের জন্য তিনটি তালিকার মধ্যে রাষ্ট্র পরিচালনা, নীতি নির্ধারণ ও প্রশাসন-সংক্রান্ত সম্ভাব্য সমস্ত বিষয়গুলিকে বিন্যস্ত করা হয়েছে। তিনটি তালিকা হল প্রথম ইউনিয়ন অর্থাৎ কেন্দ্রীয় তালিকা, দ্বিতীয় তালিকা হল রাজ্য তালিকা এবং তৃতীয়টি হল যৌথ তালিকা, অর্থাৎ বিষয়গুলি উভয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন। এর অর্থ হল, কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়েই সেই বিষয়ের পরিচালনা করবে। আলোচনার এই স্তরে একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে, সংবিধানের কেন্দ্র ও রাজ্যের ক্ষমতার বন্টনব্যবস্থা যেমনই হোক সর্বভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় কেন্দ্রের যে একটি স্বাভাবিক প্রাধান্যের জায়গা থাকবে তা সকলেই স্বীকার করেন। কারণ, সমগ্র মহাজাতির গঠনে শিক্ষার ভূমিকার একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। এত বড় দেশে শিক্ষার বিপুল ব্যয়ভার বহনের ক্ষেত্রে রাজ্যের পাশাপাশি জাতীয় সরকারকেও যথেষ্ট সক্রিয় সদর্থক ভূমিকা পালন করতে হয়।

ক্রমশ

পাশ্চাত্যে স্বামীজী কর্তৃক ভারতাত্মার নবপরিচয় প্রদান

গদাধর রানা **পর্ব ৩**

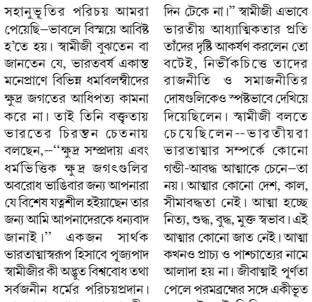

তাঁর ভারতীয় বেদবেদান্তভিত্তিক চিন্তাচেতনার শিক্ষা থেকে পাশ্চাত্যের মানুষ জেনেছিল—বাহ্য ও অন্তঃপ্রবৃত্তিকে বশীভূত ক'রে আত্মার ব্রহ্মভাব ব্যক্ত করাই জীবনের চরম লক্ষ্য। এর মধ্যেই তো তাঁর ভারতাত্মার পরিচয় ফুটে উঠেছে। ভারতাত্মার প্রাণস্বরূপ যে হিন্দুধর্ম সে সম্বন্ধে বলতে গিয়েই স্বামীজী পূর্বেই বলেছিলেন,—''যে ধর্ম জগৎকে চিরকাল সমদর্শন ও সর্ববিধ মত গ্রহণের বিষয় শিক্ষা দিয়া আসিতেছে আমি সেই ধর্মভুক্ত বলিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি। আমরা যে কেবল অন্য ধর্মাবলম্বীদের মতামত সহ্য করি তাহা নহে—সকল ধর্মকেই আমরা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি।'' আরও বললেন,—''যে জাতি পৃথিবীর সমুদয় ধর্ম ও জাতিকে অকাতরে আশ্রয় দিয়া আসিয়াছে আমি সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি।'' এমনিভাবেই তো মহান স্বামীজীর সুমহান ভারতাত্মার পরিচয় প্রদানের বিষয় আমরা জানতে পারি।

ভারতাত্মাকে ভালবাসা মানেই স্বামীজীর বিশ্বপ্রেম ও বিশ্ব কল্যাণবোধ যে কত উন্নত মানের—তার পরিচয় আমরা তাঁর বাণী হ'তে শুনতে পাই পাশ্চাত্যে, ''সাম্প্রদায়িকতা, সংকীর্ণতা ও উহাদের ভয়াবহ ফলস্বরূপে ধর্মোন্মত্ততা এই সুন্দর পৃথিবীকে বহুকাল ধরিয়া আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। এই সকল ভীষণ পিশাচ যদি না থাকিত তাহলে মানবসমাজ আজ যে অবস্থায় রহিয়াছে তদপেক্ষা কতদূর উন্নত হইতে পারিত।'' পাশ্চাত্যে এই বাণীর মধ্য দিয়ে স্বামীজী-কর্তৃক ভারতাত্মাকে প্রকৃত ভালবাসার প্রমাণে বৃহত্তর মানবসমাজের জন্য তাঁর কত বড় প্রেম, দরদ ও সহানুভূতির পরিচয় আমরা পেয়েছি—ভাবলে বিস্ময়ে আবিষ্ট হ'তে হয়। স্বামীজী বুঝতেন বা জানতেন যে, ভারতবর্ষ একান্ত মনোপ্রাণে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ক্ষুদ্র জগতের আপিপত্য কামনা করে না। তাই তিনি বক্তৃতায় ভারতের চিরন্তন চেতনায় বলছেন,—''ক্ষুদ্র সম্প্রদায় এবং ধর্মভিত্তিক ক্ষুদ্র জগৎগুলির অবরোধ ভাঙিবার জন্য আপনারা যে বিশেষ যত্নশীল হইয়াছেন তার জন্য আমি আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই।'' একজন সার্থক ভারতাত্মাস্বরূপ হিসাবে পূজ্যপাদ স্বামীজীর কী অদ্ভুত বিশ্ববোধ তথা সর্বজনীন ধর্মের পরিচয়প্রদান। ভারতাত্মার প্রাণস্বরূপ ভারতীয় আধ্যাত্মিকতাকে স্বামীজী এতদূর চিনতে পেরেছিলেন—তারই প্রেক্ষিতে পাশ্চাত্যের ইওরোপকে তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন—তাঁদের চলমান সভ্যতাকে জড়বাদের ভিত্তি থেকে সরিয়ে এনে আধ্যাত্মিকতাভিত্তিক না করলে আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই তা চূর্ণ হয়ে যাবে। তিনি ভারতীয় প্রকৃত সনাতন আধ্যাত্মবাদে বিশ্বাসী থেকে ভারতাত্মায় শ্রদ্ধাশীল হয়েই বলেছিলেন,—''পাশ্চাত্যের জড়বাদের ভিত্তি বালির ভিত্তি—এর উপর নির্মিত সভ্যতার সৌধ বেশি দিন টেকে না।'' স্বামীজী এভাবে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার প্রতি তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন তো বটেই, নির্ভীকচিত্তে তাদের রাজনীতি ও সমাজনীতির দোষগুলিকেও স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। স্বামীজী বলতে চেয়েছিলেন—ভারতীয়রা ভারতাত্মার সম্পর্কে কোনো গণ্ডী-আবদ্ধ আত্মাকে চেনে—তা নয়। আত্মার কোনো দেশ, কাল, সীমাবদ্ধতা নেই। আত্মা হচ্ছে নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত স্বভাব। এই আত্মার কোনো জাত নেই। আত্মা কখনও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের নামে আলাদা হয় না। জীবাত্মাই পূর্ণতা পেলে পরমব্রহ্মের সঙ্গে একীভূত হয়—এটাকেই তিনি ভারতের সনাতন অদ্বৈতবাদ বা ভারতীয় সকল সম্প্রদায়ের মূলতত্ত্ব ব'লে ঘোষণা করলেন। এ প্রসঙ্গে শাস্ত্রের এক বাণী স্মরণযোগ্য—'ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানসমাগজ্ঞানং শ্রুতের্মতম্।' স্বামীজী বললেন, —''আত্মা অবিনশ্বর। তোমরা সব অমৃতের সন্তান, অনন্তের সন্তান। তোমাদের জন্মও নেই, মৃত্যুও নেই। তোমাদের কিসের ভয়? কাকে ভয়?''

ভারতাত্মার পরিচয় প্রদান করতে গিয়ে স্বামীজী শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনকে যেন প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলনসেতু বললেন। বললেন,—''এই প্রথম ভুখণ্ডের মনীষার পরস্পরের সাক্ষাৎ পরিচয়, আদানপ্রদান।'' বললেন, —''পাশ্চাত্য অস্ত্রবল ও ধনবলে গর্বিত, প্রাচ্য বিশেষত ভারত মনীষার ঐশ্বর্যে আত্মতৃপ্ত।'' এই প্রথম পাশ্চাত্য ভারতকে দেখলো ও চিনলো। স্বামী বিবেকানন্দের পাশ্চাত্যে আবির্ভাব ধর্মপ্রচারকরূপে নয়, ভারতপ্রচারকরূপে। তিনিই ভারতের প্রথম রাষ্ট্রদূত। তিনিই হচ্ছেন ভারতাত্মা। একজন সৎ খাঁটি ভারতীয় হিসাবে তামাম জীবনের উচ্চতম আদর্শ কী তা বলতে গিয়ে বললেন,—''পূর্ণতা শুধু দৈহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য নয়, তার সঙ্গে অন্তরের নিঃস্বার্থ প্রেমও চাই। বুদ্ধি ও হৃদয়ের সমান বিকাশ চাই।'' স্বামীজী ভারতীয় আত্মার মধ্যে ভারতীয় জীবনদর্শনকে খুব সনাতন ধারা ও চিন্তনে চিনতেন ব'লেই পাশ্চাত্য জীবনদর্শনের সম্ভাব্য ত্রুটি ধরতে পেরেছিলেন—ব'লেছিলেন পাশ্চাত্যের জীবনদর্শনে অতিরিক্ত ভোগলালসা ও ঈর্ষাকাতরতা আছে। তিনি জানতেন ভারতীয় জীবনদর্শন সেকথা বলে না। এর মধ্যে দিয়েও স্বামীজী সদ্ ভারতাত্মার নবতম পরিচয় প্রদানে উদ্যোগী হয়েছিলেন।

যুগাচার্য স্বামীজী দেশ ও পৃথিবীব্যাপী নবজাগরণ চেয়েছিলেন। তাঁর মতে, নবজাগরণের প্রবোধনকারী জাতীয়তাবাদ যুগে যুগে পৃথিবীতে চরাচরি স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে—১) জনসাধারণের জাগরণ, ২) দৈহিক, নৈতিক শক্তির বিকাশ, ৩) আধ্যাত্মিক ভাবানুভূতির ভিত্তিতে ঐক্য, ৪) প্রাচীন ভারতের যশ ও মহিমা সম্বন্ধে সচেতনতা ও গর্ববোধ। তাছাড়া, পূর্বেই কথিত ভারতীয় মানবজীবনদর্শন সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন ব'লে সম্যকভাবে ভারতকে চিনতে পেরেছিলেন। (ক্রমশঃ)

সম্পাদক সমীপেষু

নাটকের দুর্গাদাস ছিলেন বড়ুয়াসাহেব

স্বয়ং রামকৃষ্ণদেব চৈতন্যলীলা নাটক দেখার পর বলেছিলেন, নাটকে লোকশিক্ষা হয়। আজ তিলোত্তমা কলকাতা থেকে বহুরঙ্গমঞ্চ প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। তবুও নাটক কী বন্ধ হয়ে গেছে? নাটক সেদিন রঙ্গমঞ্চে অভীনিত হত এখনও তার কোনও ব্যতিক্রম নেই। এই নাটকের গল্প যখন উঠে আসে তখন মনে পড়ে যায়, প্রমথেশ বড়ুয়া সাহেবের কথা। তিনি পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য বায়োস্কোপ অর্থাৎ রূপালী পর্দায় অভিনয় করেছেন। এইটুকুই নয়। তিনি রীতিমতো নাটকে অভিনয় করে গেছেন। আর এই নাটক তিনি গৌরীপুরের রাজবাড়িতে অভিনয় করেছিলেন। একজন মানুষ যিনি চলচিত্রের নায়ক ও পরিচালক হয়েই ইতি টানেননি দক্ষতার সাথে পিয়ানো বাজাতেন। এছাড়াও ছিল অসামান্য দক্ষতা। তাঁর জীবনে রবীন্দ্রসঙ্গীত ছিল একমাত্র প্রেরণা এবং খুব ভালো রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতেন। বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের বাড়িতে রীতিমতো গানের আসর বসতো। সেই আসরে এসে গান গাইতেন—কৃষ্ণচন্দ্র দে,পঙ্কজ কুমার ও কুন্দন লাল সায়গল। সাথে সাথে তিনিও গেয়ে উঠতেন। এই বাড়িতে সেই তিনি গেয়েছিলেন 'গ্রাম ছাড়া ওই রাঙা মাটির পথ, আমার মন ভোলাই রে।' একজন ক্লাস নাইনের ছাত্র মাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছিলেন। ১৯২৪ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ফিজিক্সে অনার্স নিয়ে বি.এস সি পাশ করেছিলেন। এই কলেজে পড়ার সময় শিশির কুমার ভাদুরির সাথে পরিচয় হয়ে যায়। তার পরেই তাঁর অনুরাগী হয়ে যান এবং নাটকের প্রতি একটি আলাদা ভালোবাসা জন্মে যায়। তখনই মনে মনে অভিনেতা হওয়ার ইচ্ছা হয়। কালবিলম্ব না করে চলে যান আসামের গৌরীপুরে। সেখানে গিয়ে তিনি গৌরীপুর ইয়ং মেনস্ ক্লাব নামে একটি নাটকের ক্লাব করেন। একজন মানুষ যখন লেখা পড়ার জগৎ থেকে একটি অন্য জগতে আসার পরিকল্পনা নেয় তখন অনেক ভাবনা মনেতে দানা বাঁধে। তবুও সাফল্য যখন আসে তখন কেউ তাঁকে আটকে রাখতে পারে না। সেই দিন গৌরীপুরের রাজবাড়িতে তিনি বহু নাটক অভিনয় করেছিলেন। ১৯২৪ সালের মধ্যে তিনি পরপারে, ষড়োশী, কিন্নরী, দুর্গা দাস, বিরাজ বৌ, ফেলারামের স্বদেশিকতা, নুরজাহান, বিবাহ-বিভ্রাট প্রভৃতি নাটকে তিনি অভিনয় করে গেছেন। এই কলেজের সাথে থাকাকালীন রাজনীতির সংস্পর্শে চলে আসেন। আসাম সরকারের লেগিসলেটিভ কাউন্সিল-এর সদস্য ছিলেন এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের স্বরাজ দলের চিফ হুইপ হিসাবে সুনাম অর্জন করেছিলেন। আসাম বিধানসভার তিনি সর্বাপেক্ষা কনিষ্ঠ সদস্য ছিলেন। প্রায় সমসাময়িক কালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নিবাচিত হয়েছিলেন। আসলে তিনি নাটকের দুর্গাদাস ছিলেন না, মানুষ হিসাবে তিনি ছিলেন দুর্গাদাস।

প্রবীর মিত্র, হাওড়া- ৪

উন্নয়ন ও সমস্যা

চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়।.....সম্পাদকীয় দপ্তর।

লিপি
পি-১১, সি আই টি রোড,
স্কিম-এলভিন,
কলকাতা-৭০০০১৪

পাঠকের দরবারে

চিঠি পাঠান
লিপি
পি-১১, সি আই টি রোড,
স্কিম-এলভিন,
কলকাতা-৭০০০১৪

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়